International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

অভিলেখ শাস্ত্রের পরিচয় :একটি অধ্যায়ন

Dr. Karim Sk

Assistant Teacher, Sanskrit, Patkeldanga High School

Abstract
'Epigraphy' একটি গ্রীক শব্দ। বিদ্বান ব্যক্তি অভিলেখের বর্ণনাত্মক তথা বিশ্লেষনাত্মক অধ্যায়ণ কে এপিগ্রাফীর' সংজ্ঞা দিয়েছেন। অর্থাৎ সরল সহজ ভাষায় বলা যায় যে, কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করে তার উপর যা কিছু লেখা হয় তাকে বলা হয় 'এপিগ্রাফী'। 'এপিগ্রাফী' (Epigraphy) এবং 'ইনস্ক্রিপসন' (Inscription) কে পর্যায়বাচী শব্দ বলা হয়। 'Inscription' শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে পাওয়া যায়, যার অর্থ উপরে লেখা। যেমন Epigraphy শব্দ 'epi' এবং 'grapy' এই দুই শব্দের দ্বারা তৈরী হয়, যার অর্থ উপরে লেখা। Dr. Sarkar -এর ভাষায় বলা যায় যে- Inscription Literally means only writing, engraved on some object ..
অভিলেখ ইতিহাসের পুষ্টি তথা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস প্রস্তুত করতে ইতিহাসবিদ তথা পুরাতত্ব বিদদের জন্য মার্গ দর্শকের কাজ করে। অভিলেখের অধ্যায়ন কে 'Epigraphy' বলা হয়। অভিলেখ প্রাচীনকাল থেকেই পাথর, শিলাখণ্ড, মন্দির, স্তম্ভ তথা তাম্রপত্র ইত্যাদির উপর উৎকীর্ণ করা হত। কালান্তরে ভারতবাসী নিজস্ব প্রাচীন লিপির (ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী) জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এই কারণে মুঘলদের ভারত আসার পূর্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস প্রাপ্ত হয়নি, এরপর মুগল বাদশাহ আকবর অভিলেখ বিষয়ক জিজ্ঞাসা প্রকট করেছিল। কিন্তু সফলতা পায়নি। পরে ইংরেজদের শাসনকালে শ্রেয় জেমস প্রিন্সেপ নামক ইউপরোপীয় বিদ্বান অভিলেখ পড়ার প্রয়াস করেন এবং পরে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্বেষণ তথা শোধ প্রারম্ভ হয়েছে। প্রাচীন শিলালেখ, দানপত্র, সিক্কা, মুদ্রা, মূর্তি ইত্যাদির সংগ্রহ, অধ্যায়ন, অধ্যাপন, তথা শোধ কার্যে পুরাতত্ববিদ্ আধুনিক সময় পর্যন্ত নিরন্তর সংলগ্ন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখ শৃঙ্খলাতে মৌর্যবংশীয় অভিলেখে অশোকের ১৪ শিলালেখ, ৭ স্তম্ভলেখ তথা অন্য লঘু লেখও প্রকাশে আসে। এই অভিলেখ অধিকাংশতঃ প্রাকৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে। পাষাণ, শিলা তথা স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ অভিলেখের অধ্যায়নের পূর্বে তিনটি মহত্বপূর্ণ চরণ আছে-

1. প্রথম চরণে অভিলেখের প্রতিলিপি নেওয়া হয়, যাকে প্রতিচিত্রণ বলা হয়।
2. দ্বিতীয় চরণে অভিলেখের বর্ণের পরিচয় এবং ঐ অভিলেখকে অধ্যয়ন করা।
3. তৃতীয় চরণে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সংস্কৃতিক ইত্যাদি দৃষ্টি থেকে অভিলেখের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হয়।

স্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখ্যর বিষয়ে বকলা হয়েছে যে- লৌকিক এবং রাজকীয় ভেদে লেখ্য দুই প্রকার। রাজকীয় লেখ্য পুনরায় চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। "শাসনং প্রথমং জ্ঞেয় জয়পত্রং চ তথাপরম্। আজ্ঞাপ্রজ্ঞাপনপত্রে রাজকীয়ং চতুর্বিধম্ ।।"
বস্তুত : উপলব্ধ সমস্ত অভিলেখ ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্যে নির্দিষ্ট লেখের প্রকারভেদে পর্যাপ্ত সাম্য রাখে। বামন শিবরাম আপ্টে ইতিহাস শব্দের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলেন (ইতি+ই+আস)। অস্ ধাতু, লিট্ লাকার, অন্য পুরুষ, একবচন। (পরস্পর থেকে প্রাপ্ত আখ্যান সমূহ) -
ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্ ।
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ।।
বস্তুত : বেদ, পুরণ, মহাভারত, রামায়ণ, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গদ্যকাব্য, নাটক, নীতি সাহিত্য তথা চম্পু আদি বিধিকে সংস্কৃত সাহিত্য নামে জানামায়। প্রাচীন গৌরবযুক্ত ভারতবর্ষের মুঘগদের এখানে আসার পূর্বের (প্রায় ১৫২৬ ইসা) শৃঙ্খলাবদ্ধ বাস্তবিক ইতিহাস প্রাপ্ত ছিল না। অভিলেখের স্পষ্টীকরণের পশ্চাৎ প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। বিদ্বান্ এই বিষয়ে একমত হয় কি- "The science of

Epigraphy has been developing steadily since the 16th century" অভিলেখের লিপির স্পষ্টীকরণের শুভারম্ভের শ্রেষ্টতা ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে আসা ব্রিটিশ বিদ্বানদের দেওয়া যায়।

অভিলেখের প্রকারভেদ :
বিদ্বানলোক অভিলেখের বর্গীকরণ নিম্নলিখিত রূপে করেছেন-
১) ব্যাপারিক ২) তান্ত্রিক (ঐন্দ্রজালিক) ৩) ধার্মিক এবং শিক্ষাত্মক ৪) শাসন বিষয়ক
৫) প্রশস্তিপরক ৬) পূজা অথবা সমর্পণাত্মক ৭) দান বিষয়ক ৮) স্মরণীয় / স্মারকীয়
৯) সাহিত্যিক।

১) ব্যাপারিক / ব্যবসায় : সিন্ধুঘাটীতে হরপ্পা এবং মহেঞ্জদারো থেকে প্রাপ্ত মুদ্রার উপর ব্যবসা বিষয়ক প্রাচীনতম সংকেত উপলব্ধ হয়। স্পষ্টরূপে এই সমস্ত মুদ্রা ব্যাপারিক বস্তুর যেমন মাটির বর্তন এবং অঙ্কিত করার জন্য ব্যবহৃত হত। মালবসংবত্ (বিক্রমসংবত্) এর পট্রবায়শ্রেণীর মন্দসৌর প্রস্তর অভিলেখে রেশমী বস্ত্রর ব্যবসায়িক বর্ণনা খুঁজে পায়। রেশম শিল্পীর দ্বারা স্বনির্মিত বস্ত্রের আকর্ষক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে-

স্পর্শবর্তা বর্ণান্তর বিভাগচিত্রেণ নেত্রসুভগেন।
যৈঃ সকলমিদং ক্ষিতিতলমলংকৃতং পট্রবস্ত্রেণ।

(পৃথিবীর সম্পূর্ণ এই ভাগ ওনার দ্বারা মানো সুন্দর স্পর্শবালা, বিভিন্ন বর্ণের বিভাজন থেকে অলংকৃত এবং নেত্রসুভগ রেশমী পরিধান দ্বারা অলংক্রত)।

২) তান্ত্রিক লেখ : পুরাতাত্ত্বিবিদের মতানুসারে সিন্ধুঘাটী থেকে প্রাপ্ত মুদ্রার মধ্যে অধিকাংশ তান্ত্রিক মন্ত্রে যুক্ত তাবিজ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এই সমস্ত মুদ্রা পড়া যায়নি। এই সমস্ত মুদ্রার মাধ্যমে নিজের সম্প্রদায়ের পশুর দ্বারা দেবতার নাম এবং তাদের স্তোত্র দেখা যায়। যেমন কিছু পশুকে তাবিজের দ্বারা দেখা যায়, যেটা সম্ভবতঃ বিভিন্ন দেবতাকে ব্যক্ত করে। যেমন-
মহিষ - যম
ব্রাহ্মী - শিব
শশ - চন্দ্রমা
ব্যাঘ্র - দেবী দূর্গা (মাতৃদেবী)

৩) ধার্মিক এবং শিক্ষাত্মক লেখ : তৃতীয় শতাব্দীর অশোকের অভিলেখ সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক এবং উপদেশপরক ছিল। অশোকের প্রচেষ্ঠায় প্রজাদের মধ্যে ধর্মাচারণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও ধর্ম বিস্তারের সংকল্প করা হয়েছিল যোটা অশোকের চতুর্থ শিলা অভিলেখের মাধ্যমে জানা যায়। অশোকের অনুশাসনকে ধর্মলিপি বলা হয়েছিল।

ইয়ং ধম্মলিপি দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা।
যজ্ঞে পশুবলির নিষেধ ছিল এবং সমস্ত ধর্মের মানুষকে পরস্পর সহনশীলতা, সংযম এবং শুদ্ধ ভাবনার উপদেশ দিয়েছিলেন, এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত হয় অশোকের অভিলেখ থেকে। এছাড়াও বিহারযাত্রার স্থানে ধর্মমাত্রার কথা, ধর্ম আচরনের দ্বারা ইহলোক এবং পরলোক কল্যাণের উপদেশের পর্যাবরণের কথা দৃষ্টিতে রেখে আশোকের দ্বিতীয় শিলালেখে রাজ্যের সর্বত্র গাছ, ঔষধি এবং পুকুর বানানোর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪) শাসন বিষয়ক অভিলেখ : অশোকের অভিলেখ ধর্ম ও সদাচারের উপদেশের সাথে সাথে শাসন বিষয়ক বর্ণনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক রাজাও প্রজার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক রাখতেন। অশোক

নিজের হাতেই শাসনসূত্র রেখেছিলেন। রুদ্রদামনের অমাত্য সুবিশাখ দ্বারা সুদর্শন বীলের মধ্যে বাঁধের পুণনির্মাণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কি রাজা নিজের অর্থ দিয়েই বাঁধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রজাদেরকে কর আদায়ে কোন রকম কষ্ট দিতেন না।

মহাক্ষত্রপেন রুদ্রদাম্না বর্সসহস্রায় গোব্রাহ্মণ-হিতার্থং ধর্ম্মকীর্তি বৃদ্ধ্যর্থং চ অপীড়য়িত্বা কর-বিষ্টি প্রণয় ক্রিয়াভিঃ পৌরজানপদং জনং স্বস্মাৎ কোষাৎ মহতা ধনৌধেন অনতিমহতা চ কালেন ত্রিগুণদৃঢ়তর-বিস্তারায়ামং সেতুং বিধায় সর্বতটে সুদর্শনতরং কারিতমিতি।

৫) প্রশস্তিমূলক অভিলেখ : প্রশস্তিমূলক অভিরেখে চেদিবংশীয় কলিঙ্গ সম্রট খারবেলের হাথী গুম্ফা অভিলেখ বিশেষ উল্লেখনীয়। অভিলেখে খারবেলের উপলব্ধিকে গৌরবপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে বর্ণন করেছেন। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ইলাহাবাদ স্তম্ভ অভিলেখ তথা সমুদ্রগুপ্তের এরণ স্তম্ভ অভিলেখ ক্রমশঃ সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্ব এবং যশের বর্ণন পাওয়া যায় এবং ওনার দিগি¦জয়ের বর্ণন বিস্তর পূর্বক পওয়া যায়। ত্ররণ স্তম্ভলেখ অনুসারে-

শ্রীরস্য পৌরুষ-পরাক্রম-দত্ত-শুক্লা
হস্ত্যশ্ব-রত্ন-ধন-ধান্য-সমৃদ্ধি-মুক্তা ।
নিত্যঙ্গ গৃহেষু মুদিতা বঙ্গ-পুত্র-পৌত্র-
সংক্রামিণী কুল-বধু ব্রতিনী নিবিষ্ঠা ।।

এই শ্রেণীতে রুদ্রদামনের গিরনার শিলাভিলেখ চন্দ্রের মেহরৌলী লৌঞ্র স্তম্ভ অভিলেখ পুলকেশি দ্বিতীয়ের ঐহোল প্রস্তর অভিলেখ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ।

৬) সমর্পণাত্মক অভিরেখ : মূর্তি স্থাপনা তথা মন্দিরের নির্মাণ-ই হল সমর্পণাত্মক অভিলেখের মূখ্য বিষয়, প্রিপ্রাবা বৌদ্ধকলশের লঘু অভিলেখ এই বিধির প্রথম অভিলেখ হিসাবে মানা হয়েছে সেখানে ভগবান্ বুদ্ধের অস্থি মঞ্জষার প্রতিষ্ঠাপনে বর্ণন আছে। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রের মেহরৌলী-স্তম্ভ অভিলেখে রাজা চন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণুপদ নামক পাহাড়ের উপর ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরের সম্মুখ বিষ্ণুর ধ্বজের স্থপনের বর্ণনা আছে-

তেনায়ং প্রাণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিম্। প্রাংশুবিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণৌর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ ।।

এইভাবে কুমারগুপ্ত দ্বিতীয় এবং বন্ধুবর্মণকালীন পট্রবায়শ্রেণীর মন্দসৌর অভিলেখে লাটপ্রদেশ থেকে রেশম কারীগর মন্দসৌরে এসে বসবাস শুরু করেন। ওদের দ্বারা সূর্যমন্দির বানানো এবং তার কিছু বছর পর এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

৭) দানাত্মক অভিলেখ : প্রাচীন ভারতে গৃহস্থের জন্য যজ্ঞ করা তথা দান দেওয়া অত্যবশ্যক ছিল। দান দেওয়ার পর সমস্ত বিবরণ উৎকীর্ণ করার প্রথা ছিল। অভিলেখে গুহাদান, সভামণ্ডপ, ভোজন শালা, জলাশয়, পুকুর, স্তূপ, প্রতিমা, বেদিকা, ভূমি এবং গ্রাম ইত্যাদির দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের লেখে গুহা দানের উল্লেখ বিহারের বরবর পাহাড়ীতে পাওয়া উল্লেখ পাহাড় উল্লেখ পাওয়া যায়-

লাজিনা প্রিয়দসিনা দুবাডসবসভিসিতেন ।
ইয়ং নিগোহকুহা দিনা অজীবিকেহি ।।

বার-বছর পূর্বে অভিষিক্ত প্রিয়দর্শী রাজার দ্বারা এটি ন্যগ্রোধ গুহা-আজীবিকার জন্য দেওয়া হয়েছে। হর্ষবর্ধনের বাঁসখেড়া তাম্রপট্ট অভিলেখে মহারাজ হর্ষবর্ধন দ্বারা বালচন্দ্র এবং ভদ্রস্বামী নামক ব্রাহ্মণের গ্রামদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮) স্মারণাত্মক অভিলেখ : স্মারণাত্মক অভিলেখে সবিবরণ তিথি, স্মরণীয় তীরের বংশক্রম, বীর তথা স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের রুম্মিনদেই স্তম্ভ অভিলেখ এই রকম প্রাচীনতম অভিলেখ। সেখানে বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে অশোকের যাত্রা এবং এই সময় স্তম্ভ ও শিলাভিত্তিকরে স্থাপনা তথা কর থেকে মুক্তির বর্ণনা করা হয়। ভানুগুপ্তের অভিলেখে গোপীরাজের যুদ্ধ ভূমিতে বীরগতি প্রাপ্ত করা তথা ওনার পত্নীর নিজের পতীর চিতায় সতী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

৯) সাহিত্যিক লেখ : প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখে উৎকৃষ্ট গদ্য, পদ্য, নাটক ইত্যাদির উৎকীর্ণতা উল্লেখ আছে। চাহমান রাজা বিগ্রহরাজের সম্মানে মহাকবি সোমদেব বিরচিত ললিত বিগ্রহরাজ নাটকের বড় বড় অংশ অভিলেখে উৎকীর্ণ আছে। দ্বিতীয় অভিলেখে ৮১ পংক্তি তথা এত আজমীরের বিগ্রহরাজ (সোমদেবের আশ্রয়দাতা) দ্বারা রচিত হরিকেলি নাটকের অংশ উদ্ধত আছে। রুদ্রদামনের গিরনার অভিলেখ উৎকৃষ্ঠ গদ্যকাব্যের উদাহরণ।

ভারতে অভিলেখ শাস্ত্র অধ্যায়নের ইতিহাস : অভিলেখ শাস্ত্র অধ্যায়ণের স্বর্ণযুগ ১৮৩৮ খ্রীঃ জেম্‌স প্রিংসেপের দ্বারা ব্রাহ্মী লিপি পঠনের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল। অভিলেখ শাস্ত্রীয় অধ্যায়ন তিনটি চরণে পাঠ করা হয়-

১) পাথর এবং তামার পাত্রের উপর খোদিত অভিলেখের পর্যবেক্ষণ নথিপত্র (Documentation) এবং ছাপ (Estainpaging) I

২) মুদ্রার পর্যবেক্ষণ এবং নথি (Documentation) I

৩) লেখনের স্পষ্ঠীকরণ শোধ, অধ্যয়ন তথা প্রকাশন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের স্থাপণা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পরে অভিলেখের কার্য শুরু হয়েছিল অনুবাদ বা লিপ্যন্তরের সাথে। ১৮৭১ - ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আলোক্ জান্ডার কানিংঘম এই বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন। ভারতীয় অভিলেখ শাস্ত্রের অধ্যায়নকে পন্ডিত রাধাকান্ত শর্মা, কনিংঘম তথা ফ্লীট্ এর মতো বিদ্বানরা গতি প্রদান করেছিলেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার প্রকাশের সাথে সাথে অভিলেখ শাস্ত্রের অধ্যায়নের প্রচার হতে শুরু করে। তদন্তর শিলালেখ, দানপত্র তথা সিক্কার প্রতি বিদানদের ধ্যান আকর্ষিত হতে শুরু করে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা জনরল কনিংঘমের অধ্যক্ষতাতে ‘Archaeology Survey’ নামক সংস্থার স্থাপন হয়, যার ফলে প্রাচীন গবেষণার কাজে পর্যাপ্ত উন্নতি হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর বর্গেস Indian Antquary নামক ভারতীয় প্রাচীন গবেষণা পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ হয় এবং সেখানে শিলালেখ, তাম্রপত্রের ও প্রকাশন হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জনরল কনিংঘম ঐ সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত মৌর্যবংশী রাজা অশোকের শিলালেখের এক অনুপম গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন, যার নাম ছিল Corpus Inscriptionum Indicarum (Part - 1) এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ই,হুলশ Corpus ভাগ- ১ -এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে চে.এফ. ফ্লীট Carpus Inscriptionum Indicarum Part - III একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

Archaeological Survey -এর তত্ত্বাবধানে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে Epigraphy Indian নামক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয় যেখানে শুধুমাত্র শিলালেখ এবং দানপত্রের কথাই উল্লেখ থাকতো। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন মার্শাল মোহেঞ্জদাড়ো, তক্ষশিলা, সাঁচী, রাজগিরী তথা সারনাথ ইত্যাদি স্থানের খোদাই করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঁ. হুল্‌শ প্রথম Annual Report on Indian Epigraphy -এর সম্পাদন করেন। ১৮৮৭ - ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশন অত্রন্ত উপযোগী সিদ্ধ হয়েছিল। ভারতীয়বিদ্বানদের মধ্যে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভাওদাজী রুদ্রদমনের গিরনার অভিলেখের প্রতিলিপি, ইংরেজী পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সময় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলার সেন রাজার দ্বারা সম্বন্ধ লেখ তথা উত্তর গুপ্তকালীন অফসদ লেখের প্রকাশন করেন। ১৮৯৯

খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। যেখানে সমস্ত দেশকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন-

১) পাঞ্জাব ২) মাদ্রাজ ৩) উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ৪) বোম্বাই ৫) বাংলা ও আসাম, এই পাঁচ কেন্দ্রের অধিকারীর প্রান্তীয় সরকারকে বাড়ি ও টীলের সংরক্ষণের বিষয়ে কেবল পরামর্শ দিতেন।

প্রাচীন গবেষণা কাজের বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা তথা সরকার প্রাচীন শিলালেখ, দানপত্র, সিক্কা, মুদ্রা, প্রাচীনতম মুর্তির সংগ্রহ শুরু করে এই সব বস্তুর সংগ্রহ করে Asiatic Society Bombay, Indian Museum Kolkata, Madras, Ajmer, Lahore, Pesawar, Lucknow আদি সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হয়। ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রাচীন গবেষণা সম্বন্ধী কার্যালয় স্থাপিত হয়।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস এবং সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণে ভারতীয় অভিলেখের মহত্ব : প্রাচীন ভারতের ইতিহিস এবং মুদ্রার একটা মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে Assiatic Society of Bengal স্থাপনার পর স্যার উইলিয়াম জোন্স অভিলেখ সংগ্রহের মুরু করেছিলেন। কিন্তু লিপি জ্ঞানের অভাবে অভিলেখ পড়তে পারেননি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস প্রিসেপ ব্রাহ্মী লিপির খোঁজ করে এই সমস্যার সমাধান করেন। এই ভাবে প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতির পুনর্নির্মানে সহায়ক অভিলেখ, স্মারক এবং মুদ্রা পড়তে এবং প্রকাশিত করতে বৃ্যলর, কনিংহাম, ফ্লীট, চার্লস উইলকিংস, কর্ণল জেমসটাড, চার্লস ম্যাসন, ডী.সী. সরকার, রাজেন্দ্রলালমিত্র, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, প. রাধাকান্ত শর্মা, দশরথ শর্মা এবং সাধুরাম ইত্যাদি বিদ্বানদের মহত্বপূর্ণ যোগদান ছিল। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধী সামগ্রী ভারতীয় ইতিহাস নির্মানে এতটাই সহায়ক ছিল যে পুরাতত্ত্ব একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।
অভিলেখের মাধ্যমে আমরা মৌর্য, শুঙ্গ, আন্ধ্র, সাতবাহন, কুষাণ, ক্ষত্রপ, গুপ্ত, চালুক্য, রাষ্ট্রকট, পরমার, প্রতিহার, চোল, পান্ড্য এবং পালসেন বংশের প্রাচীনতম ইতিহাস এবং সংস্কৃতির মহত্বপূর্ণ তথ্য পাই। স্মারক, প্রকারলেখ, তথা প্রতিমা লেখের মাধ্যমে ইতিহাস নির্মাণের সহায়ক হিসাবে প্রাগ-ঐতিহাসিক মুগকে জানা যায়।
অভিলেখের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইতিহাসের জ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে বিভাজিত করে যেমন- রাজাদের বংশাবলী, রাজার বিজয়বর্ণ্ঠন, শাসন প্রবন্ধ, রাজার ব্যক্তিত্ব চিত্রণ, বিদেশী রাজার উল্লেখ এছাড়া তিথিক্রম এবং কালক্রম নির্ধারণের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির পুণনির্শাণে ভারতীয় অভিলেখের এক মহত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

উপসংহার :
বামন শিবরাম আপ্টে 'ইতিহাস' শব্দের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলেন (ইতি+হা+আস) অস্ ধাতু লিট্ লকার, অন্য পুরুষ, একবচন। বস্তুতঃ বেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গদ্যকাব্য নাটক, নীতি সাহিত্য, চম্পূ আদি বিধিকে সংস্কৃত সাহিত্য নামে জানা যায়। প্রাচীন গৌরবযুক্ত ভারতবর্ষের মুঘলদের এখানে আসার পূর্বের (প্রায় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে) শৃঙ্খলাবদ্ধ বাস্তবিক ইতিহাস প্রাপ্ত ছিল না। অভিলেখের স্পষ্টীকরণের পশ্চাৎ প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। বিদ্বান এই বিষয়ে একমত হয় কি- "The Science of Epigraphy has been developing steadly since the 16th century". অভিলেখের লিপির স্পষ্টীকরণের শুভারম্ভের শ্রেষ্ঠতা ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে আসা ব্রিটিশ বিদ্বানদের দেওয়া যায়। অভিলেখশাস্ত্রের অন্তর্গত অভিলেখশাস্ত্রের পরিচয়, প্রকারভেদ, মহত্ব, অধ্যায়নের ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয় লিপির যেমন- সিন্ধুঘাটী, ব্রহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির স্পষ্টীকরণের ইতিহাস তথা অভিলেখ শাস্ত্রে যোগদানের ক্ষেত্রে বিদ্বানদের পরিচয় প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. অভিলেখ মঞ্জুষা, রণজীত সিংহ সৈনী, নিউ ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, দিল্লী - ২০০০ ।
2. উৎকীর্ণলেখ পঞ্চকম্ ঝা বন্ধু, বারানসী - ১৯৬৮ ।
3. উৎকীর্ণলেখ পঞ্চকম্, জিয়ালাল কম্বোজ, ইস্টার্ণ বুক লিঙ্কর্স, দিল্লী - ১৯৮৭ ।
4. ভারতীয় অভিলেখ, এস.এস. রাণা, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন - ১৯৭৮ ।
5. Indian Epigraphy, D.C. Sircar, Motilal Banarsidas 1965 দিল্লী।
6. Select Inscriptions (Vol. I) D.C. - Sircar Calcutta - 1965.